আরব দেশের মুসলমান

আব্দুর রহমান আবিদ

দেশে থাকতে আমার এক বন্ধুর বাসায় একবার বেড়াতে গেলাম। ক্যাডেট কলেজের বন্ধু। খুবই ঘনিষ্ঠ। ফরমালিটির কোন বালাই নেই।ড্রইং রুম হয়ে সোজা ডাইনিং রুমে গিয়ে হাজির হলাম। খালাম্মাকে বললাম দুপুরের ভাত দিতে। তাবলীগ থেকে তখন কেবলই ফিরেছি। ইন্ডিয়া-বাংলাদেশ মিলিয়ে মোট চার মাস। হান্ড্রেড টুয়েন্টি ডেইজ্। সে এক সাংঘাতিক অভিজ্ঞতা। ফিরেছি একেবারে নতুন মানুষ হয়ে। সুফী সুফী চেহারা। পোষাক-আষাকও সেরকম। খেতে খেতে খালাম্মা তাবলীগের কথা উঠালেন। ইসলাম সম্পর্কে উনি দেখলাম ভালই জানেন। উনার পয়েন্টগুলো বেশীর ভাগই তাবলীগ বিরোধী। খানিকটা আক্রমনাত্নক। আমি সবজি, মাছ শেষ করে মাংসের বাটির দিকে হাত বাড়ালাম। ক্যাডেট কলেজের ছেলেদের এই এক গুন কিম্বা দোষ - কথা গায়ে লাগে না। গন্ডারের চামড়া শরীরে। খাওয়া প্রায় শেষের দিকে আমার। খালাম্মা বললেন - "তাবলীগে তোমরা কোরআন শরীফ পড়ার দিকে জোর দাও শুধু; তার বাংলা অর্থ, তার তাফসীর পড়ার দিকে জোর দাও না; দিস্ ইজ্ ব্যাড্"। আমি বললাম - "জ্বি খালাম্মা, খানিকটা ব্যাড্। তবে তাবলীগওয়ালারা কিন্তু কোরআনের বাংলা পড়তে নিষেধ করে না। যতটা জোর দেয়া দরকার, ততটা হয়ত দেয়না। ওদের আইডিওলোজিটা হলো, একজন মুসলমানের জন্যে ইসলামিক ফেইথ্টা বেশী ইম্পর্টেন্ট। জানার চেয়ে মানার দিকে ওরা গুরুত্ব দেয় বেশী। তার মানে এই না যে জানা কে ইগ্নোর করে ওরা।" খালাম্মা সন্তুষ্ট হলেন না আমার উত্তরে। কাজেই এবার যুক্তির পথ ধরলাম আমি। জিজ্ঞেস করলাম - "ঈজিপশিয়ান দের ভাষা কি খালাম্মা?" উনি বললেন - "আরবী"। বললাম - "কোরআন কে আমি-আপনি ভাল বুঝি নাকি ওরা ভাল বুঝে?" উনি বললেন - "ওরা ভাল বুঝে"। এই উত্তরটাই শুনতে চাচ্ছিলাম আমি খালাম্মার কাছ থেকে। এবার বললাম - "খালাম্মা, ঈজিপশিয়ান সরকার তৃতীয় বিশ্বের আর দশটা উন্নয়নশীল দেশের সরকারের মতই চোর, ঘুষখোর, ক্ষমতালোভী, করাপ্টেড্। নবীর সুন্নাতের সে দেশে কোন সম্মান নেই। দাড়িওয়ালা কোন ইমাম মনে হয়না আপনি খুঁজে পাবেন ওখানে। ক্লিন সেভ্ড্, জিন্স্ পরা ইমাম মসজিদে ঢুকে হ্যাঙ্গারে ঝুলানো জোব্বা মাথায় গলিয়ে জুমা'র নামাজের ইমামতি করে; সরকারের লেখা খোতবা পড়ে। ওয়াজ-মাহফিল সে দেশে নিষিদ্ধ। কেউ দাড়ি রাখলে সরকারী গোয়েন্দা তার পিছু লাগে কারন জানার জন্যে। ঈজিপশিয়ান 'বেলী ড্যান্স্' (পেট নৃত্য) পৃথিবী খ্যাত। সে দেশের শিক্ষিত মেয়েদের অধিকাংশই মুসলমান আরব মেয়েদের চিরাচরিত পোষাক জিলবাব, হিজাব পরে না; ওয়েষ্টার্ন ওয়ার্ল্ডের মেয়েদের মত স্কার্ট, জিন্স্ পরে। সে দেশের ছেলেমেয়েরা সেটেল্ড্ ম্যারেজ'এর ধার ধারে না। এখন বলেন - ইসলাম কোথায় বেশী আছে? ওদের দেশে নাকি আমাদের বাংলাদেশে?" খালাম্মা ক্ষীন কণ্ঠে বললেন - "বাংলাদেশে"। বললাম - "খালাম্মা এবার বলেন, কোরআন বুঝা বেশী দরকার নাকি মানা বেশী দরকার?" খালাম্মা ততোধিক ক্ষীন কণ্ঠে বললেন - হ্যাঁ রে বাবা, মানাই বেশী দরকার"। এবার হো হো করে হেসে উঠলো আমার বন্ধু। বললো - "মা, তুমি ফেল; আবিদ পাশ"।

মালয়েশিয়া থাকাকালীন এক ভদ্রলোকের সাথে বেশ ঘনিষ্টতা হয়েছিল আমার। ভদ্রলোক ইন্ডিয়ান মুসলিম। কুয়ালালামপুরের একটা টেক্নিক্যাল্ ইউনিভার্সিটিতে কেমিক্যাল্ ইঞ্জিনিয়ারিং পড়াতেন উনি। এ্যাসোসিয়েট প্রফেসর। খুব ভাল মুসলমান। সুফী সুফী চেহারা। কথা প্রসংগে একদিন সৌদি আরবে উনার ওমরা হজ্বের কাহিনী শোনালেন আমাকে। ওমরা হজ্বে উনি একাই গেছিলেন। সাথে দু'টো মাঝারি সাইজের লাগেজ। সৌদি কাষ্টম্স্ অফিসার ব্যাগ চেক করতে চাইলে সময় মত চাবি খুঁজে পেলেন না উনি। অফিসারের কাছে বাড়তি একটু সময় চাইলেন চাবিটা খুঁজে বের করার জন্যে। কিন্তু দেরী সইল না অফিসারের। ছুরি দিয়ে ঘ্যাচ্ ঘ্যাচ্

করে কেটে ফেললো সে ভদ্রলোকের কাপড়ের লাগেজ দুটো। ভদ্রলোক প্রফেসর মানুষ। স্বভাবতই খানিকটা অফেন্ডেড্ হলেন ব্যাপারটায় এবং অব্জেক্শন জানালেন। আর তাতেই কাষ্টম্স্ অফিসার ভদ্রলোকের জামার কলার ধরে সজোরে আছড়ে ফেললো তাকে লাগেজ রাখা টেবিলটার উপর। ভদ্রলোক ছোট খাটো ধরনের মানুষ। অতবড় সৌদির হ্যাঁচকা টানে একেবারে হুড়মুড় করে পড়লেন টেবিলটার উপর। নাক ফেঁটে দর দর করে রক্ত বেরিয়ে এলো তার। ওমরা তারপরও শেষ করেছেন উনি। শুধু নবীর দেশের উপর থেকে মনটা চিরদিনের জন্যে উঠে গেছে উনার।

বাংলাদেশ বিমান থেকে নিউ ইয়র্কের জে এফ কে এয়ারপোর্ট নেমে লাগেজ হারিয়ে ফেললেন আমার শ্বাশুড়ী। আমার শ্বশুর বাড়ির দুই রিলেটিভ্ এয়ারপোর্ট গেছেন উনাকে রিসিভ্ করার জন্যে। পরদিন নর্থ ক্যারোলিনার কানেক্টিং ফ্লাইটে উনাকে তুলে দেবেন উনারা। আমার শ্বাশুড়ী ইংরেজী জানেন না। দাউদ সাহেব আমার ভায়রার বড় ভাই। উনি লষ্ট রিপোর্টে উনার নিজের নাম, ঠিকানা, লাগেজের বিবরণ ইত্যাদি সব দিয়ে আমার শ্বাশুড়ীকে নিয়ে এয়ারপোর্টের বাইরে অপেক্ষমান ট্যাক্সির দিকে এগুলেন। হঠাৎই শুনলেন ‘ড্যাউড্..., ড্যাউড্...’ বলে এয়ারপোর্ট মাইকে ডাকা হচ্ছে তাকে। শ্বাশুড়ীকে বাইরে রেখে উনি একাই গেলেন এয়ারপোর্টের ভেতরে। লাগেজ পাওয়া গেছে। কাষ্টম্স্ চেক হবে এখন। কিন্তু চাবি তো আমার শ্বাশুড়ীর কাছে এবং উনি এয়ারপোর্টের বাইরে। ওরা দাউদ সাহেবকে ফেরৎ পাঠালো আমার শ্বাশুড়ীর কাছ থেকে চাবি নিয়ে যাওয়ার জন্যে। উনি চাবি নিয়ে ফিরে যাওয়ার পর লাগেজ চেক করলো ওরা। পুরো ব্যাপারটায় কিন্তু অনেক খানি সময় ইনভল্ব্ড় ছিল। অথচ একটুও ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটেনি ঐ অমুসলমান আমেরিকান কাষ্টম্স্ অফিসারের।

সাউথ ক্যারোলিনার এক ভাই কুয়েত গেছিলেন উনার অসুস্থ ছোট ভাইকে দেখতে। এয়ারপোর্ট নেমে এক ট্যাক্সি ডেকে ভায়ের বাসার দিকে রওনা হলেন উনি। বেশ কিছুদূর যাওয়ার পর ট্যাক্সিওয়ালা বললো, সে আর ওদিকে যাবে না কারন তার শিফ্ট্’এর নির্ধারিত সময় নাকি শেষ হয়ে আসছে এবং ভদ্রলোককে ট্যাক্সি থেকে নেমে যেতে বললো সে। আকাশ থেকে পড়লেন ভদ্রলোক। উনি এদেশে একেবারেই নতুন। এই প্রথম আসা। রাস্তাঘাট কিছুই চেনেননা। যেই জায়গায় ট্যাক্সিওয়ালা তাকে নেমে যেতে বলছে সেটা শহরও না, মরুভূমি। এদিকে খালি ট্যাক্সি আসে কিনা সন্দেহ। ভর দুপুর। লাগেজ-টাগেজ নিয়ে মরুভূমির এই প্রচন্ড গরমে কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবেন উনি খালি ট্যাক্সির আশায়? শেষ সময়ে উনাকে ট্যাক্সিতে কেন উঠালো - এর সাথে সেই তর্কে গিয়ে যে লাভ হবে না, সেটা অন্তত বুঝতে পারলেন উনি। কাজেই ট্যাক্সিওয়ালাকে উনার অবস্থা বুঝিয়ে অনেক রিকোয়েষ্ট করলেন। লাভ হলো না কোন। মরুভূমির ট্যাক্সি ড্রাইভারের মন মরুভূমির মতই পাষাণ। উনাকে সত্যিই ওখানে নামিয়ে দিয়ে একটা বাইপাস রোড দিয়ে উধাও হয়ে গেল ব্যাটা। টানা সাড়ে চার ঘন্টা মরুভূমিতে দাঁড়িয়ে থাকার পর তারপর একটা খালি ট্যাক্সি পেয়েছিলেন সেদিন উনি। প্রায় সপ্তাহ খানেক ছিলেন উনি কুয়েতে। এর মধ্যে বেশ ক’বারই ট্যাক্সিতে চড়েছেন উনি যার মধ্যে আরেক ট্যাক্সিওয়ালা ডাবল ভাড়া আদায় করেছিল উনাকে বেকায়দায় ফেলে।

আমদের তাবলীগের চারমাস প্রায় তখন শেষের দিকে। দিল্লী থেকে কলকাতা ফিরছি। ট্রেনে ৩৬ ঘন্টার জার্নি। আগে থেকেই ট্রেনের টিকিট কাটা। ট্রেন ছাড়বে নতুন দিল্লী থেকে। বুয়েট-মেডিকেল মিলিয়ে ১১ জনের গ্রুপ আমাদের। দিল্লী নিজামউদ্দিন মসজিদ থেকে দু’টো ট্যাক্সি নিয়ে সময়মতই পৌঁছে গেলাম ট্রেন ষ্টেশনে। ট্রেন ছাড়তে তখনও প্রায় আধা ঘন্টা বাকি। আমাদের এক সাথী ষ্টেশন মাষ্টারের অফিসে গেল ট্রেনের সীট এবং টাইম সম্পর্কে খোঁজ-খবর নিতে। সে খবর যা নিয়ে এলো তাতে আমাদের সবার মাথা খারাপ হওয়ার অবস্থা। আমাদের ট্রেন নতুন দিল্লী থেকে ছাড়বে না, ছাড়বে পুরোন দিল্লী থেকে। টিকিট কাটার সময় নাকি ভুল বুঝেছি

আমরা। এখন উপায়? আমরা ছুটলাম ট্যাক্সি ষ্ট্যান্ডের দিকে। সামনেই পেলাম দুই শিখ্ ট্যাক্সি ড্রাইভারকে। ওরা জানালো কমপক্ষে আধা ঘন্টা লাগে নতুন দিল্লী থেকে পুরোন দিল্লী যেতে। তখন আমাদের হাতে সময় আছে আর পঁচিশ মিনিট। জিজ্ঞেস করলাম এই পঁচিশ মিনিটে আমাদেরকে ওরা পুরোন দিল্লী ষ্টেশনে পৌঁছে দিতে পারবে কিনা। উত্তরে বললো - "গ্যারান্টি হাম নেহী দে সাক্‌তে সাব, লেকিন কোশেশ হামলোগ জরুর করেগি" (গ্যারান্টি দিতে পারবো না সাহেব, কিন্তু চেষ্টা আমরা অবশ্যই করবো)। বললো না 'উঠে পড়ুন' কিম্বা 'দেখা যাক'। ওরা চাইলোও আমাদের কাছে রেগুলার ভাড়া; বেশী চাইলো না। অবাক হলাম আমি। তীরের মত ছুটলো দুই ট্যাক্সি।ট্রাফিক জ্যাম আর সিগনাল লাইট এড়াতে কখনও রাজপথ. কখনও ঘুরপথ, কখনও বা চাপা গলি - হর্ণ আর ইশারা দিয়ে ক্রমাগত কমিউনিকেইট করে চললো ওরা। আমরা যখন ট্রেন ষ্টেশনে পৌঁছুলাম, ট্রেন তখন চলতে শুরু করেছে ধীরে ধীরে। একদৌড়ে ট্রেনে গিয়ে উঠলাম আমরা। ভিন দেশের, ভিন ধর্মের একটা ধর্মীয় দলকে এমন জান বাজী রেখে গন্তব্যে পৌঁছে দেয়ার চেষ্টা করবে ক'জন মুসলমান ট্যাক্সি ড্রাইভার?

এখানকার এক ভাই বছর কয়েক আগে সৌদি আরব গেছিলেন হজ্ব করতে। সেখানে এক বাংলাদেশী ফার্মাসিষ্টের সাথে পরিচয় হয়েছিল উনার। কথায় কথায় ফার্মাসিষ্ট ভদ্রলোক উনার কাছে অনুযোগ করলেন যে, তার কোম্পানীতে তার চেয়ে জুনিয়র এবং প্রফেশনালী তার চেয়ে অযোগ্য এক সৌদি কলিগকে তার চেয়ে তিন গুন বেশী বেতন দেয়া হয়। অথচ কোম্পানীর প্রোডাক্‌শনে সব চেয়ে বেশী কন্ট্রিবিউশন এই বাংলাদেশী ফার্মাসিষ্ট ভদ্রলোকের। নর্থ ক্যারোলিনায় চাকরি কালীন আমার দুই কলিগ ছিল সাদা আমেরিকান। মজার ব্যাপার হলো ওরা দুজনই আমার চেয়ে কম স্যালারী পেতো যেহেতু ওদের ওয়ার্ক এক্সপেরিয়েন্স ছিল আমার চেয়ে খানিকটা কম। ভাগ্যিস আরব দেশের তেলের টাকার স্বপ্ন দেখিনি।

বাংলাদেশী এক ডাক্তার চাকরি করতেন কাতারের এক সরকারী হাসপাতালে। উনার স্ত্রী বেশ রূপবতী। ছোট ছোট দুই বাচ্চা উনাদের। মহিলা দুই বাচ্চাকে নিয়ে একদিন বাজারে গেছেন। লক্ষ্য করলেন এক শেখ বেশ খানিকক্ষণ ধরেই ফলো করছে উনাকে। মহিলা অর্ধেক বাজার সেরেই দ্রুত ঘরে ফিরে এলেন। বিকেলে হাসপাতাল থেকে বাসায় এলেন ডাক্তার সাহেব। তার কিছুক্ষণ পরেই উনাদের বাসায় এসে হাজির হলো সেই শেখ। ডাক্তার সাহেবের রূপবতী স্ত্রীকে মনে ধরেছে শেখের। লক্ষ দিনারের বদলে স্ত্রীকে তালাক দেয়ার প্রস্তাব দিল সে ডাক্তার সাহেবকে। ডাক্তার সাহেবের স্ত্রীকে বিয়ে করতে চায় সে এবং সিদ্ধান্ত নেয়ার তিন দিনের সময় বেঁধে দিয়ে বিদায় নিল শেখ। শেখরাই যে আরব দেশের আইন - তা অজানা ছিল না ডাক্তার সাহেবের। বেচারা অনেক কষ্টে তিন দিনের মধ্যে কোনরকমে প্লেনের চারটা টিকিট যোগাড় করে বউ-বাচ্চা নিয়ে পালিয়ে এলেন বাংলাদেশে। এরপর আর কখনও মধ্যপ্রাচ্য মুখী হননি ভদ্রলোক। চিরতরে জলাঞ্জলি দিয়েছেন তেলের টাকার স্বপ্নকে।

আমেরিকা আসার পথে দুবাই তে ট্রান্‌জিট ছিল আমার। এমিরাট্‌স্'এর দুবাই-লন্ডন ফ্লাইট। রাতের ফ্লাইট। যাত্রীদের ভেতর আট-দশ জন দুবায়ী শেখ ছাড়া বাকি সবাই বিদেশী। রাত গভীর হতেই তাস নিয়ে বসলো ওরা। আমার পেছনে পর পর দু'টো রো তে বসেছে ওরা। ওদের হৈ চৈ তে সবার অসুবিধে হচ্ছিল খুব। ঘুমোতে পারছিল না কেউ। কিন্তু লাভ কি? ভেতরে 'কেয়ারিং' থাকলে না মানুষ অন্যের জন্যে কেয়ার করে। বাথরুম থেকে ওযু করে প্লেনের পেছন দিকে জায়নামাজ বিছিয়ে এশার নামাজ পড়লাম আমি। নামাজ শেষে নিজের সিটে এসে বসলাম। এক শেখ আমাকে নামাজ পড়তে দেখে খেলা ছেড়ে উঠে এসে আমার কাছে জায়নামাজ চাইলো - সেও নামাজ পড়বে। আমি তাকে জায়নামাজ দিয়ে বললাম - "নামাজ শেষ হলে জায়নামাজটা আমাকে ফেরত দিয়ে যেও"। এই ফেরত চাওয়া কিন্তু কথার পিঠে কথা বলার মত। আমরা

কাউকে কোন বই ধার দিলে বলি, ‘পড়া হলে ফেরত দিয়ে যেও’। তার মানে এই না যে, আমরা ধরেই নিই, পড়া হলেও বইটা ফেরত দেবে না সে। আমি সেইভাবেই কথাটা বলেছিলাম তাকে। উত্তরে আরবীতে কি কি যেন বললো সে বাকি শেখগুলোকে। আর কিছু না বুঝলেও ‘মিসকিন’ শব্দটা প্রতিবারই ধরতে পারলাম আমি যতবার শব্দটা উচ্চারন করলো ওরা। মনটা অসম্ভব খারাপ হলো আমার। এরপর অনেক্ষন জেগে ছিলাম আমি। শেখ আমার জায়নামাজ ফেরত দিতে আসেনি। একসময় ঘুমিয়ে পড়লাম। প্লেন হিথ্রো’র কাছাকাছি আসতে ঘুম ভাঙলো। দেখি আমার পায়ের কাছে জায়নামাজটা ফেলে রেখে গেছে শেখ। মধ্যপ্রাচ্যের কোন দেশে আর কখনওট্রান্‌জিট নেবোনা - দীর্ঘশ্বাস চেপে অনেক কষ্টে সিদ্ধান্তটা নিলাম আমি।

ইসলাম আসার আগে বর্বর, অসভ্য ছিল মধ্যপ্রচ্যের আরবরা। উটের সামান্য পানি খাওয়ানো নিয়ে বংশানুক্রমে চলতো তাদের বিরোধ। মৃত্যুর সময় বাবা ছেলেকে অছিয়ত করে যেত শত্রুতা কন্‌টিনিউ করার জন্যে। অবলিলায় খুন করতো এরা একজন আরেক জনকে। পার্শ্ববর্তী রোম, পারস্য শুধুমাত্র বর্বরতার, অসভ্যতার কারনে শাষন করতে চাইতো না এদেরকে। কিন্তু ইসলামের আগমন সব পাল্টে দিল। রাতারাতি বদলে গেল অসভ্য, বর্বর এই মানুষগুলো। একেকজন হয়ে উঠলো শ্রেষ্ঠতর থেকে শ্রেষ্ঠতম মানুষ। পৃথিবীর ইতিহাসে এত সভ্য, এত মহৎ, এত কেয়ারিং মানুষ আগে কখনও আসেনি এবং কখনও আসবেও না।

কিন্তু যে ইসলাম তাদেরকে এত মহৎ বানালো, কি হবে যদি তাদের মধ্যে সেই ইসলামের ঘাটতি দেখা দেয়? যা হবার, তা-ই হচ্ছে এখন মধ্যপ্রচ্যের আরব মুসলমানদের। তাদের কেউ কেউ ইসলামপূর্ব যুগের মত আবারও বর্বর আর অসভ্য হয়ে উঠছে ইসলামহীন হয়ে পড়ার কারনে। মুক্তির উপায়? - সেই ‘ইসলাম’ যা আমাদের নবী মুহাম্মদ (সঃ) আমাদের সবার জন্যে রেখে গেছেন।

আব্দুর রহমান আবিদ, নিউ জার্সি, ইউ এস এ থেকে।
Email: abid921@yahoo.com